তারিখ 12 APR 2017 পৃ. ২ কলাম ৫

দৈনিক আমাদের সময়

সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক সংকট নিরসন

সংশোধন হচ্ছে ২৬ বছরের পুরনো নিয়োগবিধি

এম এইচ রবিন ●

মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ২৬ বছরের পুরনো নিয়োগবিধি সংশোধন করে দুই ধাপে এক হাজার ৯৬৮ জন শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে। এ ছাড়া নতুন করে তিন হাজার ৩৮২টি সিনিয়র শিক্ষকের পদও সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

জানা গেছে, ১৯৯১ সালের নিয়োগবিধিতে চলছে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল। ২০১২ সালে সহকারী শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা দেওয়া হয়। নানাবিধ জটিলতায় নতুন নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘদিনের শিক্ষক সংকট নিরসন আর পদোন্নতির দাবির প্রেক্ষিতে সরকার পুরনো বিধি সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ২৬ বছরের পুরনো নিয়োগবিধি অনেকটাই অকার্যকর।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) তথ্যানুযায়ী, দেশে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৩৩৩টি। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পদ আছে তিন হাজার ৩৩টি। সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ ৪৫৭টি। সহকারী শিক্ষকের পদ আছে ১০ হাজার ২৬৫টি। সহকারী শিক্ষকদের পদের মধ্যে দুই হাজার ২৩৩টি পদ শূন্য। প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য ৯৪টি।

সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদে ৩৪তম বিসিএস থেকে ননক্যাডারের ৪৫০ জন এবং ৩৫তম বিসিএস থেকে এক হাজার ৫১৮ জনকে

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

সংশোধন হচ্ছে ২৬ বছরের পুরনো

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষক সংকট নিরসন করতে সরকার বিধি সংশোধন করে নতুন নিয়োগ দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, শিক্ষক সংকট সবচেয়ে বেশি জেলা-উপজেলার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। মাত্র ৪ জন করে শিক্ষক দিয়ে শত-শত শিক্ষার্থীর পাঠদান চলছে, কুতুবদিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হাইমচর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, হাইমচর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দারবান রংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। পাঁচজন শিক্ষক দিয়ে চলছে, চরভদ্রাসন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মমেনা সিকদার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মহেশখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙামাটির লংদু সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। নোয়াখালীর উসখালী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে আছে মাত্র ৬ জন শিক্ষক। ৭ জন শিক্ষক আছেন হাতিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। সন্দ্বীপ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে মাত্র তিনজন শিক্ষক। এর বাইরেও অনেক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট রয়েছে।

নীলফামারী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান আবুল নূর মো. আনিসুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বর্তমানে ৫০ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৩টি পদ শূন্য। এ ছাড়া পাঁচজন প্রশিক্ষণে ও একজন ডেপুটেশনে রয়েছেন। শিক্ষক সংকটের কারণে আমাকেসহ অন্য শিক্ষকদের বাড়তি ক্লাস নিতে হচ্ছে। আইসিটি, শারীরিক শিক্ষাসহ বেশ কিছু বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ না দেওয়ায় অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের দিয়ে ক্লাস নিতে হচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা গুণগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

শিক্ষকরা জানান, ২০১২ সালের ১৫ মে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদমর্যাদা তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। সহকারী শিক্ষকদের গেজেটেড কর্মকর্তার স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। অথচ বিভিন্ন সময়ে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন হয়েছে। সেই অনুযায়ী পাঠ্যতালিকায় যোগ হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি), শারীরিক শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, চারু ও কারুকলার মতো নতুন-নতুন বিষয়। এসব মৌলিক বিষয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়নি নতুন শিক্ষক। অন্য বিষয়ের শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন এসব বিষয়। দুই শিফটের স্কুলে শিক্ষকদের পদের সংখ্যা ৫০টি এবং এক শিফটের স্কুলে পদ ২৫টি। নিয়োগ বন্ধ ও শিক্ষকরা অবসরে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে শূন্যপদের সংখ্যা। সব মিলিয়ে 'জগাখিচুড়ি' অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা।

এ প্রসঙ্গে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর মো. ইলিয়াছ হোসেন আমাদের সময়কে জানান, সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোয় শিক্ষক সংকট দূর করার জন্য ৩৪তম বিসিএস থেকে ননক্যাডারে ৪৫০ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। যা দ্রুত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। এ ছাড়া ৩৫তম বিসিএস থেকেও আরও এক হাজার ৫১৮ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারি কর্মকমিশনকে (পিএসসি) পত্র দেওয়া হয়েছে। যারা ননক্যাডারে সরকারি স্কুলের শিক্ষক পেশায় আগ্রহী তাদের নিয়োগে সুপারিশ করবে পিএসসি।

জানা গেছে, সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সিনিয়র শিক্ষককের পদ সৃষ্টি করা। এরই প্রেক্ষিতে সরকার নতুন নিয়োগবিধিতে সিনিয়র শিক্ষকের তিন হাজার ৩৮২টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করেছে। এই সংশোধিত নিয়োগবিধি মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। মতামত দিয়ে শিগগির গেজেট জারি করবে মন্ত্রণালয়। সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাজধানীর ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. ইনছান আলী আমাদের বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষকদের পদোন্নতি ও নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষকদের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দূর হবে। শিক্ষকরা পদোন্নতি পেলে পেশার প্রতি মনোযোগী হবেন। সারা দেশে শিক্ষক সংকটও দূর হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং
কর্মকর্তা
স্বাক্ষর